শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

রুদ্রো বহুশিরা বভ্রুর্বিশ্বযোনিঃ শুচিশ্রবাঃ।
অমৃতঃ শাশ্বতস্থাণুর্বরারোহো মহাতপাঃ ॥২৬

শাংকরভাষ্য : সংহারকালে প্রজাঃ সংহরন্ রোদয়তীতি রুদ্রঃ। রুদং রাতি দদাতীতি বা রুর্দুঃখং দুঃখকারণং বা, দ্রাবয়তীতি বা রুদ্রঃ, রোদনাৎ দ্রাবণাদ্বাপি রুদ্র ইত্যুচ্যতে, 'রুর্দুঃখং দুঃখহেতুং বা তদ্ দ্রাবয়তি যঃ প্রভুঃ। রুদ্র ইত্যুচ্যতে তস্মাচ্ছিবঃ পরমকারণম্॥' ইতি শিবপুরাণ-বচনাৎ। (সংহিতা ৬।৯।১৪) বহূনি শিরাংসি যস্যেতি বহুশিরাঃ, 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ' (পুরুষসূক্ত ১) ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। বিভর্তি লোকানিতি বভ্রুঃ। বিশ্বস্য কারণত্বাদ্ বিশ্বযোনিঃ। শুচীনি শ্রবাংসি নামানি শ্রবণীয়ান্যস্যেতি শুচিশ্রবাঃ। ন বিদ্যতে মৃতং মরণমস্যেতি অমৃতঃ 'অজরোঽমরঃ' (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২৫) ইতি শ্রুতেঃ। শাশ্বতশ্চাসৌ স্থাণুশ্চেতি শাশ্বতস্থাণুঃ। বর আরোহো-ঽহঙ্কারোঽস্যেতি বরারোহঃ। বরমারোহণং যস্মিন্নিতি বা, আরূঢ়ানাং পুনরাবৃত্ত্যসম্ভবাৎ, 'ন চ পুনরাবর্ততে' (ছান্দোগ্য ৮।১৫।১) ইতি শ্রুতেঃ, 'যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম' (গীতা ১৫।৬) ইতি ভগবদ্বচনাৎ। মহৎসৃজ্যবিষয়ং তপো জ্ঞানমস্যেতি মহাতপাঃ 'যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ' (মুণ্ডক ১।১।৯) ইতি শ্রুতেঃ। ঐশ্বর্যং প্রতাপো বা তপো মহদস্যেতি বা মহাতপাঃ।

ভাবানুবাদ : বৈপরীত্যের ধারণা না হলে অনন্তের অনুধ্যান হয় না। দেবর্ষি নারদ বাল্মীকিমুনিকে শ্রীরামের গুণকীর্তন করতে করতে বলেছিলেন, "কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ॥" (রামায়ণ আদিকাণ্ড ১।১৮) ক্রুদ্ধ হলে প্রলয়াগ্নির মতো তিনি ভয়ংকর, অথচ ক্ষমাগুণে তিনি পৃথিবীতুল্য। ক্রোধ এবং ক্ষমা—দুটি বিপরীত ভাবের অধিষ্ঠান চূড়ান্তভাবে তাঁর মধ্যে। ঈশ্বরের রুদ্ররূপের অনুধ্যান আচার্যগণ সর্বদাই করেছেন দুটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। একটি তাঁর ন্যায়পরায়ণতা, কর্মফলদাতার রূপ, সেখানে তিনি নির্মম, সংহারক—প্রাণিবর্গের চোখে নেমে আসে অশ্রুধারা। অপরটি তাঁর কারুণ্যের রূপ। ভাষ্যকার শিবপুরাণের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, রু শব্দের অর্থ দুঃখ, রু-কে দ্রবীভূত করেন যিনি তিনিই রুদ্র অর্থাৎ শিব। শিব এখানে নারায়ণের সমার্থক। শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে বলেছেন, 'রুদ্রানাং শঙ্করশ্চাস্মি' (গীতা ১০।২৩)—একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি শংকর।

আচার্যগণ একমুখে স্বীকার করেছেন, দুঃখের দহনেই শুদ্ধ হয় চিত্ত, আঘাতের ঊষর পথেই নেমে আসে ঈশ্বরের করুণার রথ। শ্রীশ্রীমায়ের একটি বিখ্যাত উক্তি : "দুঃখ ভগবানের দয়ার দান।"